আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে বাইয়াত"**

ب ي ع দ্বারা গঠিত ৪টি শব্দ পবিত্র কুরআন মাজীদে ১৫ বার এসেছে

১. بَايَعَ (baya) (বায়া) ফরম তিন ক্রিয়া Form 3 verb অর্থ আনুগত্যের অঙ্গীকার. সূরা আয়াত নম্বর: ৯/১১১, ৪৮/১০, ৪৮/১০, ৪৮/১৮, ৬০/১২, ৬০/১২ মোট ৬ বার।

২. تَبَايَعَ (tabaya) (তাবায়া) ফরম ছয় ক্রিয়া Form VI verb অর্থ বাণিজ্যিক লেনদেন, (Commercial transaction) সূরা ও আয়াত নম্বর ২/২৮২

৩. بِيَعَ (biya) (বিয়া) বিশেষ্য Noun অর্থ গির্জা Church ১ বার সুরাও আয়াত নম্বর ২২/৪০

৪. بَيْع (bay)(বায়) অর্থ দরদাম করা, বাণিজ্য, বেচাকেনা করা, বিক্রি, ব্যবসা।
সূরা ও আয়াত নম্বর ২/২৫৪, ২/২৭৫, ২/২৭৫, ৯/১১১, ১৪/৩১, ২৪/৩৭, ৬২/৯

১. বায়'আঁতুর রেদওযান: পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ৪৮ আল ফাতহা আয়াত নম্বর ১০
তোমরা মূলত আল্লাহর কাছেই বায়াত করেছ।

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

যারা তোমার কাছে বায়াত করেছে, তারা মূলত আল্লাহর কাছেই বায়াত করেছে। আল্লাহর হাত ছিল তাদের হাতের উপর। (৪৮:১০)

২. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ৪৮ আল ফাতহা আয়াত নম্বর ১৮
আল্লাহ মুমিনদের প্রতি রাজি হয়েছেন এবং তাদের পুরস্কার দিলেন এক নিকটবর্তী বিজয়।

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়। (৪৮:১৮)

৩. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ৯ আত তাওবা আয়াত নম্বর ১১১

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন বিনিময়ে তারা লাভ করবে জান্নাত। তোমরা যে সাওদা করেছো তার জন্য সুসংবাদ গ্রহণ কর। এটাই মহা সাফল্য।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَىٰةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়, এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে। নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা। (৯:১১১)

بيع অর্থ বিক্রয় করা। পারিভাষিক অর্থ হাত ধরে কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করা। উহা সাধারণত আনুগত্যের বা কোনো বিশ্বাস ও কাজের অঙ্গীকার হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স:) এই পদ্ধতিতে সাহাবীদের নিকট হতে ইসলামের, জিহাদের অথবা উত্তম কাজের অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন।

"আল্লাহ হাত" ইহার অনেকগুলি ব্যাখ্যার কয়েকটি হলো (১) আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স:) এর হাতে সাহাবীগণের বায়আত গ্রহণের বিষয়টি অবগত রয়েছেন। (২) রাসূলুল্লাহ (স:) আল্লাহর পক্ষ হতে এই বায়আত গ্রহণ করেছেন। (৩) আল্লাহর করুনা ও কৃপা রাসুল্লাহ (স:) এর উপর রয়েছে, সুতরাং যারা বায়আতর জন্য রাসূলুল্লাহর হাত ধরছেন তাদের জন্য করুনা ও কৃপা রয়েছে। (৪) আল্লাহ তাদের এই বায়আত গ্রহণের সাক্ষী।

হুদায়বিয়ায় যখন মুসলিমনগন অবস্থান করেছিলেন, তখন মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য উসমান (রা:) কে মক্কায় প্রেরণ করা হয়েছিল। তাকে মক্কার মুশরিকরা আটক করে রাখলে গুজব রটে যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ কথা শোনার পর মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ (সা:) আর আহ্বানে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন। এই বায়'আত ইতিহাসে বায়'আতুর বিদয়ান নামে পরিচিত।

হিজরতের পূর্বে মদীনা থেকে আগত প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে রাসূল (স:) বায়'আত গ্রহণ করেন। দুইবার এই বায়'আত গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়, যাকে " আকবার প্রথম বায়'আত " এবং " আকবার দ্বিতীয় বায়'আত" বলা হয়ে থাকে।

মক্কা থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত আকাবা নামক স্থানে অতি গোপনে এই বায়'আত দুটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম বায়'আতে মদীনার ১২ জন শীর্ষ নেতা অংশগ্রহণ করেন: যেখানে প্রতিনিধি দল রাসূল (স:) হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করেন। তারা মূর্তিপূজা করবেন না, নিষ্ঠুরতা ও মিথ্যা পরিহার করবেন, সৎ ও কল্যাণময় জীবন যাপন করবেন, একমাত্র এক আল্লাহতে বিশ্বাস ও তার উপাসনা করবেন। আকবার দ্বিতীয় বায়'আতে ৭৫ জন মদিনার শীর্ষ নেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন, যে বায়'আতে প্রথম বায়'আতের শর্তগুলো ছাড়াও তারা রাসূল (স:) মদীনায় হিজরত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং রাসূলকে তাদের নেতা হিসাবে মেনে নেয়ার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং রাসূল (স:) আর আহ্বানে নিজেদের জান মাল আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সাথে রাসূল (স:) এর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

রাসূল (স:) এর ইন্তেকালের পর মুসলিম জাহানের খলিফার কাছে বায়'আত সংক্রান্ত হাদিস

Whoever dies and did not make an Oath of allegiance (to the Muslim Leader) has died a death of Jaahiliyyah. (Muslim 1851)

Whoever gives his Oath of allegiance to a leader and gives him his hand and his heart, let him obey him as much as he can if another one comes and disputes with him (for leadership), kill the second one (Muslim 1844)

If allegiance is given to two Khaleefas, then kill the second of them. (Muslim 1853)

Aisha (r.a) said, "No by Allah, the hand of Messenger of Allah (Pbuh) never touched the hand of any (non-mohram) woman / Rather he would accept their allegiance (bay'ah) in words only. (bukhari 5288, Muslim 1866)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, কুরআন ও হাদীসের উল্লেখিত বায়'আত ছাড়া অন্য কোনো বায়'আত নেই। পীর, শেখ, আলেম, রাজা, বাদশাহ দল, সংগঠন, সংগঠনের নেতা কারো কাছে বায়'আত অনুমোদিত নয়।
যদি ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কোনো স্থানে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়, তখন খলিফার কাছে বায়'আত করতে হবে।
হাদীসে উল্লেখিত জাহেলিয়াতের মৃত্যু অর্থ কাফের হিসাবে মৃত্যু নয়।
আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইসলামের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/